ALL INDIA RADIO, SILCHAR

****

EVENING BULLETIN : BENGALI

Date: - 30-05-2024

Time: 19:45-19:55 Hrs

---

১) রেমাল ঘূর্ণীঝড়ের প্রভাবে ভারী বৃষ্টিপাতে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলার বিভিন্ন অঞ্চল বন্যার জলে প্লাবিত । জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার বরাক উপত্যকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন ।

২) লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম পর্যায়ের জন্য প্রচার অভিযানের আজ সমাপ্তি ।

৩) চলতি অর্থ বছরে দেশের অর্থনীতি ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বানুমান ।

এবং

৪) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রনালয় জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় আসামে আজ থেকে সড়ক দূর্ঘটনার শিকারদের জন্য নগদবিহীন চিকিৎসা শুরু ।

রাজ্যে রেমাল ঘুর্নিঝড় ও গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বেশ কয়েকটি জেলা বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে ।রাজ্যের ৮ টি জেলা কাছাড়,

করিমগঞ্জ ,হাইলাকান্দি , নগাও , পশ্চিম কার্বি আংলং , হোজাই ,গোলাঘাট ,ও কার্বি আংলং এর ১৪৩ টি গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে । এবারের বন্যায় ২৬ হাজারের ও বেশী লোক ও ১৯৭ হেক্টর কৃষি জমি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে ।এস ডি আর এফ ও এন ডি আর এফ জেলাগুলিত উদ্ধার ও সাহায্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে । এদিকে বেশ কয়েকটি সড়ক জলে প্লাবিত হোয়ায় কোনো কোনো অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । এদিকে কাছাড় জেলার শহরাঞ্চলের চার হাজারের ও বেশী লোক বন্যার জলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ।জেলা প্রশাসন এই পরিস্থিতির সংগে মোকাবিলা করার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।

করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ও বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে । বদরপুরের কান্দিগ্রাম এলাকায় বাধ ভেংগে যাওয়ার ফলে বেশ কিছু গ্রাম প্লাবিত হোয়া সহ শহরাঞ্চলের ও কিছু কিছু এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে ।এদিকে কান্দিগ্রামে বরাক নদীর জলে প্রায় ৫০ হাজার লোক গৃহহীন হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে ।

রাজ্যের জল সম্পদ মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা আজ বরাক উপত্যকার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করেন ।তিনি শিলচরের শিববারী এলাকা পরিদর্শন করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সংগে মত বিনিময় করেন । তিনি করিমগঞ্জ জেলায় লংগাই নদীর জলে প্লাবিত হোয়া ইচাগঞ্জ গ্রামে গিয়ে বন্যাক্রান্ত লোকেদের খোজ খবর নেন । ঐ অঞ্চলটি পরিদর্শন করে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় লোকেদের প্রয়োজনীয় সাহায্য তথা সড়ক সুরক্ষার দিকটি সুনিশ্চিত করতে জলসম্পদ বিভাগের বাস্তুকার এবং আধিকারিকদের নির্দেশ দেন । এছাড়া শ্রী হাজারিকা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বাঁধগুলির সমস্যা সমাধান করার জন্য ও সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের প্রতি আহ্বান জানান । আজ মন্ত্রীর সংগে উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ , পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল , বিধায়ক কৌশিক রায় প্রমুখ ছিলেন ।

শিলচরের কেন্দ্রীয় জল আয়োগ সূত্রে জানানো হয়েছে যে আজ সন্ধ্যা ছটায় বরাক নদী লক্ষীপুরে বিপদসীমার এক মিটার ৮৪ সেন্টিমিটার উপরে প্রভাহিত হচ্ছে । এখানে জল বাড়ছে । আমড়াঘাটে সোনাই নদী বিপদসীমার তিন মিটার ৮১ সেন্টিমিটার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে ,এখানে জল বাড়ছে । ধলাইতে রুকনী নদী বিপদসীমার ৪৪ সেন্টিমিটার নীচে প্রবাহিত হচ্ছে , এখানে জল কমছে । করিমগঞ্জে কুশিয়ারা নদী বিপদসীমার এক মিটার ৫৭ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে , এখানে জল বাড়ছে এবং ঘাড়মুড়ায় ধলেশ্বর নদী বিপদসীমার এক মিটার ৮৪ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে, এখানে জল বাড়ছে এবং মাটিজুড়িতে কাটাখাল নদী বিপদসীমার দু মিটার ৩৭ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল বাড়ছে ।

এদিকে অন্নপূর্নঘাটে সন্ধ্যা সাতটা পর্য্যন্ত বরাক নদী বিপদসীমার এক মিটার ৬১ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে জল ঘন্টায় দু সেন্টিমিটার করে বাড়ছে ।

হাইলাকান্দি জেলার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে । বরাক ,ধলেশ্বরী এবং কাটাখাল নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাবার ফলে হাইলাকান্দির নতুন নতুন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে । জেলার ৬টি আশ্রয় শিবিরে ৫ হাজারেরও অধিক বন্যাক্রান্ত লোক বর্তমানে আশ্রয় নিয়েছেন । জেলার তিনটি স্থানে কাটাখাল নদীর বাঁধ ভেঙ্গে যাবার ফলে কালাছড়া ,মাটিজুড়ি ,সামারিকোণা ইত্যাদি অঞ্চলে সড়ক যোগাযোগ ব্যাবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । লালা ,হাইলাকান্দি ,আলগাপুর ও কাটলীছড়া রাজস্ব চক্রের শতাধিক রাজস্ব গ্রাম বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে বন্যার কবলে পড়েছে । আজ জেলার মোহরপুরের বেরারখালের পার বাধঁ ভেঙ্গে যাবার ফলে উত্তর হাইলাকান্দির বেশকয়েকটি গ্রামও বন্যার কবলে পড়েছে ।

হাইলাকান্দি জেলায় এপর্য্যন্ত বন্যায় বন্যায় ৩১টি গ্রামের ৩২৫ হেক্টর জমির শাকসবজীর চাষ বন্যার কবলে পড়েছে । এদিকে জেলার জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী

বিভাগের পক্ষ থেকে জল পরিশোধক সামগ্রী বিতরন শুরু হয়েছে । আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জেলায় ১৬শ রাসায়নিক সামগ্রী বন্টন করা হয়েছে । পাশাপাশি পশু চিকিৎসা বিভাগের পক্ষ থেকে দূর্গত গবাদি পশুদের চিকিৎসা অব্যহত রয়েছে । জেলা আয়ুক্ত নির্সাগ হিভারে গৌতম আজ রতনপুর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড এলাকা পরিদর্শন করে বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নিয়েছেন ।

কাছাড়ের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রোহন কুমার ঝা ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বলেছেন যে ভারতীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ (আই এম ডি) র জারী করা আবহাওয়ার পূর্বাভাসে কাছাড় জেলার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত এবং দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে ।এদিকে বরাক নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে । এছাড়া বরাক নদীর জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার ফলে ঝুঁকিপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে বাঁধ ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যার ফলে শিলচর শহর সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করতে পারে বলে আশঙ্কা করাহচ্ছে । এর পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের জারী করা নিষেধাজ্ঞা অনুসারে বেথুকান্দি স্লুইস গেট থেকে ৫০০ মিটার ব্যাসার্ধে এবং বেথুকান্দি বাঁধে ৫ বা তার বেশী লোকের সমাবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং বেথুকান্দিতে বাধেঁর ক্ষতি করার যেকোনো প্রচেষ্টাকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে ও আইন অনুযায়ী কঠোর শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে ।

কাছাড় জেলা প্রশাসন বন্যাক্রান্ত লোকেদের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য আজ একটি কন্ট্রোল রুম চালু করেছে । জেলার স্বাস্থ্য সেবার যুগ্ম পরিচালক বন্যাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য সরকারী চিকিৎসক ও কর্মচারীদের একটি দলের সমন্বয়ে সপ্তাহের সাত দিন ২৪ ঘন্টার জন্য এই কন্ট্রোল রুম গঠন করেছেন । স্বাস্থ্য পরিষেবার যুগ্মস্বাস্থ্য সঞ্চালক শিলচরের অফিস ক্যাম্পাসে ৯৩৯৪৩৩৯৪০৬ এবং ৯৩৯৪৬১৫৪০১ এই ফোন নম্বরগুলিতে ফোন করে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ।

কাছাড়ের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রোহন কুমার ঝা এক বিজ্ঞপ্তিতে শিলচর-কালাইন রোডের সিঙ্কিং জোন এলাকা শিববাড়ী , রায়গড় এবং দাসপাড়া এলাকায় আজ রাত সাতটা থেকে দু-চাকার গাড়ি ছাড়া সকল প্রকার যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেছেন । নির্দেশ অমান্য করলে আইনী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানানো হয়েছে ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানানো হয়েছে যে লামডিং ডিভিশনের অধীন নিউ হাফলং- চন্দ্রনাথপুর-সেকশনে ঘূর্নি ঝড় পরবর্তী প্রভাবে ফলে আগামীকাল ও আগামী শনিবার ১৫৬১৬ নম্বরের শিলচর-গৌহাটী এবং ১৫৬১৫ নম্বরের গৌহাটী-শিলচর এবং ১৫৬১২ নম্বরের শিলচর-রঙ্গিয়া এক্সপ্রেস ও ১৫৬১১ নম্বরের রঙ্গিয়া-শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা বাতিল করা হয়েছে । এদিকে শিলচর -শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্গা এক্সপ্রেস ট্রেন আগামীকাল শিলচর থেকে বাতিল করে লামডিং থেকে যাত্রা করবে । আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ বিশেষ যাত্রী ট্রেন আগামীকাল গৌহাটী থেকে যাত্রা করবে বলে জানানো হয়েছে ।

লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম পর্যায়ের জন্য প্রচার অভিযান আজ বিকেলে সমাপ্ত হয়েছে ।দেশের ৭ টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের ৫৭ টি আসনে এই পর্যায়ে পয়লা জুন ভোট গ্রহন করা হবে ।নির্বাচনী প্রচারের আজ শেষ দিনে বিজেপির প্রবীন নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পাঞ্জাবের হুশিয়ারপুরে নির্বাচনী প্রচার চালান ।প্রধানমন্ত্রী হুশিয়ারপুর নির্বাচনী সভায় আই এন ডি আই মিত্রজোট ভোট পাওয়ার জন্য রাজনীতি করে বলে সমালোচনা করেন ।তিনি দলিত ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেনীর লোকেদের কাছ থেকে সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়া হবেনা বলে প্রকাশ করেন ।পাঞ্জাবে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নেবার পর প্রধানমন্ত্রী তিনদিনের সফরসূচী নিয়ে কন্যাকুমারীতে যান ওড়িষার ৬টি লোকসভা আসন সহ রাজ্যের ৪২ টি বিধানসভা আসনে আগামী শনিবার ভোট গ্রহণ করা হবে ।কংগ্রেসের প্রবীন নেতা রাহুল গান্ধী ওড়িষার বালাসোর লোকসভা আসনের সিমুলিয়াতে একটি নির্বাচনী প্রচার

সভায় অংশ নিয়ে রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল বি জেডি ও বিজেপির মধ্যে বোঝাপড়া রয়েছে বলে মন্তব্য করেন ।

আগামী চৌঠা জুন লোকসভা নির্বাচনের ভোট গননার দিন । দেশের অন্যান্য স্থানের সংগে রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা আসনের ভোট গননার প্রস্তুতি সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আগামীকাল বেলা ১১ টায় দিসপুরের জনতাভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বোধন করবেন ।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি অর্থ বছরে দেশের অর্থনীতি ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করেছে । ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ক্রমাগত প্রত্যাহ্বানের মধ্যেও অর্থনীতির প্রদর্শন করা স্থিতিস্থাপকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে এই অনুমান করা হচ্ছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আজ প্রকাশিত প্রতিবেদনে গত বছরের এপ্রিল থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে । সে অনুসারে চলতি বছরে মোট ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধির হার প্রায় ৭ শতাংশ হবে বলে পূর্বানুমান করা হচ্ছে । সেইসঙ্গে প্রতিবেদনে গত বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির দ্রুত বৃদ্ধির ফলে মোট ঘরোয়া উৎপাদন ৭ দশমিক ৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রনালয় জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় আসামে আজ থেকে সড়ক দূর্ঘটনার শিকারদের জন্য নগদবিহীন চিকিৎসা শুরু হয়েছে । সমগ্র দেশে এটি চালু হবার আগে আসামকে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য পাইলট রাজ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে । এই প্রকল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ..... সব সড়ক দূর্ঘটনার শিকার ব্যাক্তিদের চিকিৎসার ৭ দিন পর্যন্ত দেড় লক্ষ টাকার নগদবিহীন চিকিৎসা দেওয়া । প্রকল্পটি সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক মানদন্ডের ওপর ভিত্তি করে নয় । প্রকল্পটি সব পি এম জে এ ওয়াই তালিকাভুক্ত হাসপাতালে পাওয়া যাবে । আসামে এধরণের ৩৪৮ টি হাসপাতাল রয়েছে ।

যদি দূর্ঘটনার শিকার ব্যাক্তি পি এম জে এ ওয়াই বা অন্য কোনো সরকারী প্রকল্পে বা ব্যাক্তিগত বীমার আওতায় কভার করে থাকেন তাহলে পরবর্তী প্রকল্পে যাওয়ার আগে দেড় লক্ষ টাকার নগদবিহীন চিকিৎসার সীমা শেষ হয়ে যাবে ।